Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.99-107
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

Covid-19: Origin, Causes, Socio-Economic impact and Challenges

Supriya Halder
M.phil Research Scholar, Department of International Relations, Jadavpur University

Abstract:
The outbreak of Covid-19 pandemic from the city of Wuhan, has created a large socio-economic threat to the world. The impact of pandemic is huge, which may take a long time to recover. In this pandemic, lockdown and social distancing are the only way to address this crisis until a vaccine is being discovered. In this research article, I have analyzed and explored the origin, causes and challenges of this deadly virus and discussed about its socio-economic impact on global at large. I have also focused on the new variants of Covid-19.

Keywords: ***Covid-19, Socio-economic impact, Informal sector, Bio-terrorism, Delta varian***t

ভূমিকা: সমাজ বহমান অর্থনীতির উপর, আর অর্থনীতি সমাজের উপর; -এ কথা এক উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্র থেকে বিরূপ হতে পারে না। তবে উন্নত দেশের ক্ষেত্রে যে খুব একটা আলাদা তাও কিন্তু নয়। আর ভারতবর্ষের মতো বিশ্বে যে সব উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যখন দারিদ্র্যতা ঘুঁচে গিয়ে নতুন অর্থনীতির উন্মোচন শুরু হতে চলেছে, তখন সেই উপায় স্তব্ধ হয়ে যায় বিশ্ব মহামারির এক বেড়াজালে। ২০১৯ -এর শেষ দিকে চীনে কোভিড-১৯ দেখা দেওয়ার পর থেকে তা সারা বিশ্ব জুড়ে যেভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কৌশলই হল লকডাউন বা চলতি কথায় তালাবন্দি। যদিও সব দেশই কিন্তু এই লকডাউন নামটি ব্যবহার করেনি। তারা অনেকেই কার্ফু (শ্রীলঙ্কাতে) আবার কেউ গণছুটি (বাংলাদেশে) বলেছে। কিন্তু বেশিরভাগ দেশ এই লকডাউন নামেই জনগনকে গৃহবন্দী রেখে সংক্রমণ কমানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। অর্থাৎ, সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করে মহামারি সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার এ এক বাধ্যতামূলক প্রচেষ্টা।

এখন, লকডাউনের প্রভাবে যেমন স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে, তেমনি প্রভাব পড়েছে অর্থনীতির উপর। পুঁজির চক্র সর্বদা যে চলমান, তা আমরা অর্থনীতিবিদদের ধারণায় পেয়েছি। কিন্তু, সে চক্র যদি থেমে যায়! অর্থাৎ, কারখানা বন্ধ হয়ে শ্রমিকরা যদি না যেতে পারে, উৎপাদন ব্যবস্থা যদি বন্ধ হয়, সরবরাহ বা পরিবহন ব্যবস্থা যদি থমকে যায়, তাহলে তার প্রভাব বেশি করে কর্মসংস্থানের উপরেই পড়ে। যে সংখ্যাটা কেবল অসংগঠিত শ্রমিকদের উপরেই বেশি প্রযোজ্য হয়। অর্থনীতিবিদদের ধারণায়, গরিব মানুষের হাতে টাকা দিলে অর্থনীতি সচল থাকে। কিন্তু যদি সেই গরিব মানুষের প্রকৃত সংখ্যাটা কত বা দেশে অসংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা কত; সেটা সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সেই সঠিক তথ্য দেওয়ার

মধ্যে সরকারের জড়তা দেখা যায়। তাই যদি সঠিক তথ্য থাকতো, তাহলে করোনা নিয়ে এত উদ্বেগ প্রকাশ করতে হতো না। বরং সঠিকভাবে অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হতো। যদিও ভারতে এ বিষয়ে NSS মারফৎ তথ্য যে সংগৃহিত হয়না, তা কিন্তু নয়। তবে তা বেশ পুরনো ও কিছুটা জড়তাপূর্ণ হয়ে রয়ে যায় সরকারি দফতরে। এই, গত বছর ভারতে লকডাউন এর শুরুর দিকে ভিন রাজ্য থেকে ফিরে আসা হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক আজও যেভাবে কর্মহীন তা থেকে সহজেই বোঝা যায়- দেশের বড়ো সংখ্যক বেকারত্ব, উঁচু মাথা আরও উঁচু করেছে। উন্নত দেশের ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য বেকারত্ব বিমার সুবিধা পাওয়া যায়। আর নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকে সেই বিমার পরিমাণ কমতে থাকে। কিন্তু ভারতের মতো বেশ কিছু দেশে সেইরকম কোনো সামাজিক সুবিধা নেই। ভারতে শ্রমিক বিমা বিষয়ক একটা সমীক্ষা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার ৮ কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য দু'মাস ৩,৫০০ কোটি টাকা খরচ করছে। যেটা হিসাব করলে শ্রমিক পিছু ৪০০ টাকা করে দাঁড়ায়। তাহলে সেই টাকা বিমার মাধ্যমে দিতে সরকারের অসুবিধা কোথায়? আসলে এর উত্তরে সরকারি সমীক্ষার জড়তার কথা আবারও উঠে আসে। তাই আমাদেরকে ভাবতে হয়, ভারতে কর্মহীন মানুষজন বেকারভাতা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে চাকরিও করছে কিনা! আর তাই প্রত্যাশাটুকু আরও বেশি করে অর্থনৈতিক সংঘাতের প্রশ্ন তোলে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অতিমারি করোনার জেরে যেভাবে নিথর কলকারখানা অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে অনেকেই লকডাউন উঠে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে করছে। কিন্তু অর্থনীতির চাকা তো আমরা ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে পূর্বের অবস্থায় আনতে পারি না। তার নির্দিষ্ট সময় থাকে। যার উপর বেশি করে নির্ভর করে, কারখানা সচল হওয়া ও শ্রমিকের শ্রম বিনিময় করা। কিন্তু এই করোনা মহামারির আরও কতগুলো যে তরঙ্গ আছড়ে পড়বে মানব জীবনে তথা সমাজ জীবনে এবং এই সংকট কাটিয়ে আবার আগের মতো সবকিছু কবে স্বাভাবিক হবে তার উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয় আমাদেরকে। নির্ভর করতে হয় আমাদের সংক্রমণ প্রতিরোধকারী বিধিনিষেধ মানার উপরে। কারণ, মহামারি বৃদ্ধি করে তো আর উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশেষ করে, এই অদৃশ্য শত্রু; 'করোনা বা কোভিড-১৯' -এর এক একটি পরিবর্তিত রূপ যেভাবে দ্রুত সংক্রমিত করে চলেছে সমাজবদ্ধ জীবের।

মহামারির প্রাক কথা: অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই আমরা মহামারির সঙ্গে অভ্যস্ত। সভ্যতা যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই বিজ্ঞানের চাহিদার প্রয়োজনে গবেষনাগারে কৃত্রিম ভাবে নতুন নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। আর সেই গবেষণাগারে একটু অসতর্ক হলেই বিপত্তির শেষ থাকে না। তাই তো বর্তমানে মহামারি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জৈব অস্ত্রের রূপ নিয়ে প্রকট হয়। অর্থাৎ, উন্নত দেশগুলি এখন আর পারমাণবিক অস্ত্রের উপর ভাবছে ন। তারা ভাবছে কি ভাবে শত্রুকে বা শত্রু রাষ্ট্রকে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়া যায়।

আনুমানিক পঞ্চদশ শতকে সর্বপ্রথম প্লেগ ভাইরাস কে জৈব অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তারপর থেকেই একবিংশ শতকের মধ্যে অনেক মহামারি এসেছিল। আর এই মহামারিগুলো আশ্চর্যজনক ভাবে প্রায় প্রতি একশো বছর অন্তর দেখা দেয়। যেমন ১৭২০ সাল নাগাদ গ্রেট প্লেগ, ১৮২০ সালে কলেরা, ১৯২০ সালে স্প্যানিশ ফ্লু এবং বর্তমানে করোনা বা কোভিড-১৯। এখন এই করোনা মহামারির উদ্ভব নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই অবগত। আমরা সকলেই জানি চীনের উহান প্রদেশ থেকেই এই সংক্রমণের সুত্রপাত। মার্কিন আইনজীবীর অভিযোগ অনুসারে জৈব রাসায়নিক মারণাস্ত্র হিসাবে করোনা ভাইরাস কে ব্যবহার করার জন্য এর জেনেটিক মিউটেশন ঘটিয়ে অর্থাৎ জিনের চরিত্রের রূপ বদল করে এই ভাইরাস কে আরও

ভয়ংকর করেছে। যা কিনা কোনো কারণে গবেষকদের অজান্তেই মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে ও ব্যাপক ভাবেই সংক্রমিত করে। যার প্রসার এতোটাই তীব্র যে, সারা বিশ্ব জুড়ে করোনার ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি সেটা আমরা দেখেছি। যার ফলে একদিকে যেমন সাংঘাতিক ভাবে মানুষ অসুস্থ হয়, তেমনি মৃত্যুও হয়। মার্কিন আইনজীবী ডঃ ফ্রান্সিস বয়েল, যার উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে Biological Weapons Anti Terrorism Act বিল পাশ হয়েছিল। ডঃ বয়েলের অভিযোগ, উহানের Institute of Virology -র Biosefty Level for Laberotary -তে গোপনে এই জৈব অস্ত্র বানানোর কাজ চলছে। সার্স এবং ইবোলা সংক্রমনের সময়ও এই ল্যাবের দিকেই অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাস নিয়ে গবেষণার জন্য এই ল্যাবকে বরাবরই মান্যতা দিয়ে থাকে। অন্যদিকে এটিও শোনা যাচ্ছে, কানাডার উইন্নিপগের P4 National Microbiology ল্যাব থেকে করোনা ভাইরাসের স্যাম্পেল চুরি করেছেন উহানের ল্যাবের এক গবেষক। যিনি গবেষণার সূত্রে প্রায়ই ওখানে যেতেন। অতএব এটুকু আমরা নিশ্চিত, জেনেটিক মিউটেশন ঘটিয়ে যদি সত্যি করোনা ভাইরাস কে বাজারে ছাড়া হয়ে থাকে তাহলে এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী ও অবশ্যই ভয়ানক। আর বর্তমান অবস্থা যে তার প্রতিরূপ, তা কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা জানিয়ে দিয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং তার সেনেটরা প্রতিনিয়ত বেজিং প্রশাসন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং -এর দিকেই অভিযোগের তীর বিদ্ধ করে আসছেন। তারা এও বলেছেন, অপরাধ করেও চিন কিন্তু সেই অভিযোগকে অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে চিন তাদের বিশ্ব বাজারে ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় পাল্টা অভিযোগ করে বলেছেন, মার্কিন সেনারাই উহান প্রদেশে করোনা ভাইরাস নিয়ে এসেছে। তা নাহলে চিন নিশ্চয়ই নিজেই নিজের দেশের লোকজনকে হত্যা করার জন্য এ কাজ করবে না। বিশ্বের দুই মহা শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যের চাপান উতোর তো আর অন্য সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রযোজ্য নয়। তাদের অর্থনীতিক কাঠামো খুবই আলগা। আর তাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এই সব উন্নয়নশীল দেশগুলি।

তবে করোনার সৌজন্যে হারিয়ে যাওয়া এই শব্দবন্ধটিকে নতুন প্রজন্ম আবার নতুন করে জানতে পারলো। জৈব যুদ্ধ বা বায়োলজিক্যাল ওয়্যার। হ্যাঁ, এটা যুদ্ধ। কোনরকম অস্ত্রের ঝনঝনানি নেই, নেই কোনো মিসাইল, বম্ব বা কোনো রকমের স্থল বা নৌ বাহিনীর হুঙ্কার। তবুও নিঃশব্দে চলছে যুদ্ধ। প্রাণ হারাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। শুধু মাত্র একটি ছোট্ট কৌটো। আর তার মধ্যেই আছে ভয়ঙ্কর জৈব জীবাণু। যা কিনা জৈব মারণাস্ত্রের প্রতিরূপ। আর এগুলোকে ছেড়ে দাও জলে, স্থলে বা বাতাসে। তারপর শুরু হয়ে যাবে মৃত্যুর খেলা। লাখে লাখে লোক মরতে থাকবে অল্প খরচেই। ঠিক এই সুযোগটা কে লুফে নেবে শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়করা। শুধুমাত্র মারণ জৈব জীবাণু দিয়েই ধীরে ধীরে তছনছ করে দেওয়া যাবে, শত্রু রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন। হ্যাঁ, এভাবেই শুরু হয় 'Bio Terrorism' বা 'জৈব সন্ত্রাস'।

করোনা ও মানব সচেতনতা: করোনা যখন চোখ রাঙাচ্ছে, একের পর এক মৃত্যু ঢেউ আছড়ে পড়ছে, তখনও কিন্তু মানব সচেতনতা খুব বেশি দেখাও যাচ্ছে না। তবে প্রশাসন যখন নড়েচড়ে বসে, পুলিশকে যখন বেশি করে কঠোর হতে হয় তখন জনগণ গৃহবন্দী হতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় মহামারি থেকে বাঁচার নিয়ম মানতে। এই তো কিছুদিন আগের কথা কোভিড এর প্রথম ঢেউ সবে সবে স্তিমিত হয়ে এসেছে এমন সময় সবার মধ্যে কেমন যেনো একটা গা ছাড়া ভাব। মুখে মাস্ক নেই, হইহুল্লোড় করে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর জমায়েতে সামিল হচ্ছে ইচ্ছেমতো। করোনা জব্দ হয়েছে ধরে নিয়ে প্রায়ই হাসপাতাল

থেকেই কোভিড ওয়ার্ড ও উঠতে শুরু করেছে। আর, ঠিক সে সময়ে সুনামির মতো আছড়ে পরলো করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এই ঢেউ এর ভাইরাস তার জিনের মিউটেশন করে প্রথম বারের থেকে আরও শক্তিশালী। যে সময় অপ্রস্তুত সরকার, অপ্রস্তুত জনগন। তাই তো প্রথম ঢেউ এর থেকে দ্বিতীয় ঢেউ এর মৃত্যুমিছিল আরও বিভীষিকাময়। যার ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রাণ দিতে হয়েছে অনেক বিশিষ্ট জনের।

১৮৯৭ সালে প্রথম মহামারি আইন পাশ হয়েছিল, এবং সেই আইন বলে রোগ সন্দেহে পৃথকীকরণ, রেল ও সড়ক যাত্রীদের পরীক্ষা ও প্রয়োজনে আটক করা অবধি যে কোনও ব্যবস্থা করতে পারতো তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু আজ আর সেরকম কঠোর ব্যবস্থা নেই। আমরা সকলেই দেখতে পাই শুধু গৃহবন্দি থাকার প্রচেষ্টা। অনেক জায়গায় গণ কবর বা গণ চিতা জ্বলতে দেখার পরেও জনগণের মধ্যে কেমন যেনো গা ছাড়া ভাব। তবে দ্বিতীয় ঢেউ এর সময় হাহাকার মৃত্যুমিছিল দেখার পর এখন অনেক বেশি সতর্ক সরকার। তৃতীয় ঢেউ যদি আসেও অন্তত প্রস্তুতির অভাব থাকবে না, এটুকু নিশ্চিত হওয়া যেতেই পারে। করোনার পরিবর্তিত রূপ ও তার সংক্রমণ ক্ষমতা লক্ষ্য করার পর ভাইরাসটির গতিবিধির উপর বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। আর তাতেই সামনে এসেছে ডেল্টা প্লাস। এই ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে আরও উদ্বিগ্ন বিজ্ঞানী, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, প্রশাসন ও জনগন। তবে মিউটেশন হওয়া এই ভাইরাসের মারণ ক্ষমতা কতটাই যে শক্তিশালী, তার কোনও প্রমাণ এখনো মেলেনি।

সামাজিক সংঘাত ও অতিমারি: একাট সুস্থ সমাজ কে নিয়ে গড়ে ওঠে সুস্থ দেশ, আর সেই সুস্থ দেশ গুলোকেই নিয়ে গড়ে ওঠে সুস্থ্য বিশ্ব। এবং যখন বিশ্ব সুস্থ থাকে তখন সামাজিক কাঠামোটাও ঠিক ভাবে এগিয়ে চলে। কিন্তু করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই বিশ্ব জুড়ে এক বিরূপতা দেখা দেয়। কম বেশি সব দেশ দ্বিতীয় ঢেউ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় মগ্ন। শঙ্কিত তৃতীয় ঢেউ আসার আশঙ্কায়। তবে দ্বিতীয় ঢেউয়ে প্রায় সমস্ত দেশ সার্বিক ভাবেই বিপর্যস্ত। যদিও কিছু কিছু উন্নত দেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। আর সেই রূপ চেষ্টায় উন্নয়নশীল দেশগুলোও।

মহামারি তো মানুষের জন্যে। তবে সেটা যদি ইচ্ছাকৃত ঘটানো হয়, তাহলে তার দায় তো সমাজকেই নিতে হয়। সমাজে তখন কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। আর তার ফলে সমাজে এক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শিল্প, কল-কারখানা থেকে ছাঁটাই হয় অগণিত শ্রমিক-কর্মচারী। কর্মহীন হয়ে পড়ে কোটি কোটি মানুষ। সারা বিশ্বে দেখা দেয় রেকর্ড সংখ্যক বেকারত্বের হাহাকার। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির (Centre for Monitoring Indian Economy) সমীক্ষা বলছে, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কাজ হারিয়েছেন ১ কোটির বেশি মানুষ। এবং গত বছর করোনা মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ৯৭ শতাংশ পরিবারের রোজগার কমেছে। তাই জীবিকা বাঁচাতে মরিয়া মানুষ, জীবন বাজি রাখতেও রাজি। ফলে কাজের তাগিদে বেরোতেও হচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের। মাপা সময়, নির্দিষ্ট কর্মী ও উপযুক্ত বিধি মানতে গেলে বিশ্বের গরীব খেটে খাওয়া মানুষের চলে কি করে! -সেটাই এখন প্রশ্ন। তাই ট্রেনে, বাসে করে কর্মস্থলে পৌঁছনো মানুষজনের একমাত্র ভরসা পরিবহন কে দীর্ঘদিন বন্ধ রাখার অভিযোগে মিছিল, অবরোধও দেখা দিচ্ছে দিকে দিকে। অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার বলেছেন, "প্রথমত, মহামারিটা কতদিন চলবে আমরা জানি না। আর যতদিন মহামারি চলবে, ততদিন অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না। আমার আশঙ্কা আরও একটা বা দুটো ত্রৈমাসিক ও নেতিবাচক বৃদ্ধি, অর্থাৎ সংকোচন দেখতে পাবো আমরা। তার একটা কারণ, এখনো শ্রমিকদের সেই ভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না স্বাস্থ্য বিধির

কারণে। তাই উৎপাদন শুরু করা যাচ্ছে না। আবার উল্টো দিকে যে সব ক্ষেত্রে শ্রমটাই সরাসরি পণ্য, যেমন পরিষেবার ক্ষেত্রে, সেখানে শ্রমের চাহিদাটাই কমে গেছে। এই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানো খুব সহজ নয়।" এমনও অনেকের কথা জানি, যারা ইট ভাটার শ্রমিক বা শহর বা গ্রামের রিক্সাচালক বা ছোটোখাটো দোকান কর্মী, যারা পরিযায়ী শ্রমিক; লকডাউন পর্বে তাদের অনেককেই অনাহারে থাকতে হতো, যদি না বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বা ছাত্রছাত্রীরা এদের মধ্যে খাবার বিলি করে এগিয়ে আসতেন।

করোনা মহামারি ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ: বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত ও আতঙ্কিত শব্দ হলো করোনা বা কোভিড-১৯। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বিশ্ব এ ধরনের জাতীয় সংকট দেখেনি কখনো। স্বাস্থ্যমন্ত্রী একবার বলেছিলেন যে, কমিউনিটি পর্যায়ের ট্রান্সমিশন শুরু হয়েছে। এটি সত্যিই উদ্বেগজনক।

করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলেছে। মহামারিতে বিশ্বের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অস্বাভাবিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এবং হচ্ছেও তাই, গরীব আরও গরীব এবং বড়োলোক আরও ধনী। এর ফলে সামাজিক ভাঙন ও রাজনৈতিক বিভাজন ঘটছে। সমাজ বিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম (Emil Durkheyim) বলেছিলেন যে, "অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সময় অ্যানোমি ঘটে। 'অ্যানোমি' হলো আদর্শহীনতা ও লক্ষ্য-স্বল্পতার পরিস্থিতি। আবার দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের সময় আত্মহত্যার হার বেড়ে যায়।" ডুর্খেইম এর কাছে আত্মহত্যা সামাজিক অস্থিরতার উদাহরণ ছিল। তাই করোনার এই সময়টিকে একটি অ্যানোমি পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ভয়, অনিশ্চয়তা, মানসিক চাপ এবং আর্থিক কষ্ট সমাজকে গ্রাস করছে এবং করতেও থাকবে। জার্মানির এক মন্ত্রী এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মহত্যা করেছিলেন। ভারতে ও বাংলাদেশের বহু পরিবারেও আর্থিক অনটনের জন্য এইরূপ মৃত্যুর খবর খুব একটা কম নয়। এছাড়া মনোবিজ্ঞানীদের মতে, 'করোনা ভাইরাসের প্রভাবে গৃহবন্দি থাকার ফলে পারিবারিক সহিংসতা বিশ্বের বহু জায়গায় অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।'

উন্নত দেশ গুলোর কথা ছেড়ে দিলেও উন্নয়নশীল দেশ গুলো কি ভাবে মাথা চাড়া দেবে, যেখানে কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ বসবাস করে? দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নিরবিচ্ছিন্ন দূর্নীতি এবং সামাজিক বৈষম্যের কারণে দরিদ্র দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি করে আঘাত করবে এই ভাইরাসটি। বিগত বছরগুলোতে দেশে দেশে যে অগ্রগতি হয়েছে তা রোধ করবে এই ভাইরাস। তাই সরকারের নীতি ও কর্মসূচী পরিচালনার জন্য খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়েও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া দরকার। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, "দারিদ্র্য একা দরিদ্রদের সমস্যা নয়। এটি ধনী ব্যক্তিদেরও সমস্যা।" তার কথা বর্তমান পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, সামাজিক জীব হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্বায়নের যুগে সব দেশ পরস্পর সংযুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আর তাই বিশ্বায়ন পরবর্তী সময় বিশ্ব এক হবে না। কাজ এবং শিক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তন হবে।

প্রথমত, বেশিরভাগ মানুষ বাড়ি থেকেই কাজ করবে (Work from home)।

দ্বিতীয়ত, অনলাইন লার্নিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোর মূল অঙ্গ হয়ে উঠবে (Online teaching & learning)।

এছাড়া, জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, সহিংসতা, রক্ষণশীল রাজনীতি, অভিবাসী বিরোধী মনোভাব ইত্যাদি আরও বাড়তে পারে!

করোনা মহামারি মোকাবিলায় গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে কাজ করা যেতে পারে। যেমন, গণমাধ্যম এই মহামারীর মধ্যেও যে ভাবে সারা বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে বা কোথায় কত জন আক্রান্ত হচ্ছে সেই খবর প্রতিনিয়ত আমাদের দিচ্ছে। তবে অবশ্যই ভাবে গণমাধ্যম গুলোর একান্ত কাজ হলো ভুয়ো বা বিভ্রান্তিমূলক খবর উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা। আর এরই পাশাপাশি সর্বদা যারা এই সংবাদ মাধ্যমের হয়ে কাজ করছেন তাদের সুরক্ষার দিকটাও খেয়াল রাখা দরকার।

করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক ভাবে দরকার। আর এরই সঙ্গে গণমাধ্যম কেও অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ গণমাধ্যমের দ্বারাই সর্ব স্তরের মানুষের কথা বিশ্বের দরবারে পৌঁছোবে। এছাড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করতে দূর্নীতি মুক্ত ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। করোনা ভাইরাস নিয়ে সমস্ত রকমের স্টিগমার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। মহামারি ও মহামারিকালীন একটি যুগোপযোগী ও বিস্তৃত আইনি কাঠামোর বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্ব নেতাদের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার পাশাপাশি এর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিণতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। নিম্ন আয়ের জনগণের আপদকালীন আয়ের সহায়তা করা দরকার।

লকডাউনের শুরু থেকে সরকারের পরবর্তী প্রস্তুতি কি সত্যিই আমাদের চিন্তার বিষয়? হ্যাঁ, চিন্তার বিষয়। কারণ, গণ সরবরাহ ব্যবস্থা যখন বন্ধ হয় যায়, তখন সরকারের আয় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেশের জিডিপি কমতে থাকে। তাই উপায়, আপাতত গরীব দেশগুলোর ক্ষেত্রে পণ্যের উপর কর কমিয়ে জনগণের সহজলভ্য করা, এবং সমাজের সর্ব স্তরের জনগন যাতে খুব তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন পায়, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে। এছাড়া সঠিক সমীক্ষা অনুযায়ী গরিব মানুষের হাতে অর্থের জোগান দিয়ে বাজার ব্যবস্থা সচল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে উপকৃত হবে বিশ্বের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ। পরে যখন অর্থব্যবস্থা সচল হবে, তখন গরিব মানুষের হাতে টাকা দেওয়ার পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে।

দীর্ঘায়িত লকডাউন অর্থনৈতিক সংকোচন বৃদ্ধি করে। তাও কিন্তু পরিস্থিতি অনুসারে। আর্থ-সামাজিক সমস্যা মেটানোর জন্য পারস্পরিক আস্থা ও সরকারের উপর ভরসা রাখা প্রয়োজন। নাহলে সুনামির মতো আছড়ে পড়বে সংক্রমণের একের পর এক ঢেউ। গ্রাস করবে জনজীবন। ভেঙে পড়বে অর্থনীতি। এ কথা বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠান মান্যতা দিয়েছে, স্বীকার করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (WHO)।

অতিমারী ও অর্থনৈতিক সংকট: সবে যখন দ্বিতীয় ঢেউ স্তিমিত হওয়ার পর একটু একটু করে বিধিনিষেধ শিথিল হচ্ছে ঠিক তখনই করোনা ঠুকছে শেষ পেরেক, আবারও সংকুচিত হচ্ছে বিশ্বের অর্থনীতি। "এক্ষেত্রে অর্থনীতিতে দুবার পতন ঘটতে পারে বা মন্দা দেখা দিতে পারে যা দেখতে ইংরেজি 'W' অক্ষরের মতো", বলেন প্রফেসর টেসাডা। "একবার ছেদ ঘটার পর চূড়ান্তভাবে পুনরুদ্ধারের ঘটনা ঘটবে। প্রথম দফায় অর্থনীতি মন্দা পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসবে ঠিকই। কিন্তু সেটা স্থায়ী হবে না। এর পর আবারও পতন ঘটবে।" "আমরা যদি আবারও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থায় ফিরে যাই তাহলে অর্থনীতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে দীর্ঘ সময় লাগবে," বলেন মি. গ্রোনভাল্ড। অনেকেই বলছেন করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে "এক নতুন স্বাভাবিক" অবস্থা তৈরি হতে পারে কিনা। এই পরিস্থতি ইংরেজি অক্ষর 'L' আকৃতির। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে দ্রুত ও বড় ধরনের পতনের পর পুনরুদ্ধার ঘটে, কিন্তু অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ড থেকে যায় কম মাত্রায়। "এটা মন্দার চেয়েও বেশি, এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির মাত্রায় স্থায়ী ভাবে পরিবর্তন ঘটবে," বলেন প্রফেসর টেসাডা।

শুধুমাত্র দেশের আভ্যন্তরীন পরিকাঠামো নয়, বিশাল ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও চরম সংকটে পড়েছে। বিশেষ করে ভ্রমণের উপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলি ভয়াবহ লোকসানের মুখ দেখছে। যেমন ২০২০ সালের প্রথমার্ধে ইউরোপের এয়ারবাস কোম্পানির ১৯০ কোটি ইউরো লোকসান হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই সময়কালে কোম্পানিকে প্রায় ১,২০০ কোটি ইউরো ব্যয় করতে হয়েছিল।

চীনের মতো দ্রুত বেড়ে ওঠা অর্থনীতির সঙ্গে যে সব দেশের খুব নিবিড় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, সেই সব দেশে এই ভাইরাসের প্রভাব বেশি পড়তে বাধ্য। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলে, 'স্পিলওভার এফেক্ট' (Spillover effect) বা কন্টাগিয়ন (Contagion)। এই 'স্পিলওভার এফেক্ট' - এর জন্যেই আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল গত বছর। ফলে বিশ্ববাজারে ক্রুড অয়েল এর দাম ব্যারেল প্রতি মাত্র ৩০ ডলারে ঠেকেছিল। দ্রুত গতিতে উঠে আসা অর্থনীতির ক্ষেত্রে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে পণ্য যোগানের বাজার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসলে বিশ্ব বাজারে পণ্য উৎপাদন ও যোগানের শৃঙ্খলটিই (supply chain) বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিল। ফলে বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার চিত্রটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্তব্ধ অর্থনীতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের এক দিকে কাজ হারানোর আশঙ্কা, অন্য দিকে পরিবারের সদস্যদের জন্য দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের চিন্তা।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনায় দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালে কমে হয় ৩.১ শতাংশ, ২০২০ সালে হয় মাইনাস (-) ৮.৬ শতাংশ এবং ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা ৬.৯ শতাংশ। এর মধ্যে ভারতের অর্থনীতিতে ২০১৯ সালে ৪.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এলেও ২০২০ সালে ৯.৬ শতাংশ সংকুচিত হয়। তবে ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধি ৭.৩ শতাংশ হবে বলে মনে করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ২০২০ সালে করোনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতির কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আইএমএফের (IMF) রিপোর্ট অনুযায়ী সিএনবিসির (CNBC) বিশ্লেষণে ২০২০ সালে বিশ্বের বৃহৎ ১০ অর্থনীতি হলো যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ভারত, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা ও দক্ষিণ কোরিয়া। অর্থাৎ, প্রথম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, ভারতের অবস্থান পঞ্চম থেকে চলে গেছে ষষ্ঠতে। তাই রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্রমে পঞ্চম স্থান ফিরে পাবে না। যদিও আইএমএফ আশা করছে যে, ২০২২ সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়া অর্থবছরে দেশটির অর্থনীতি সাড়ে ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। আবার, ২০১৯ সালে নবম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ব্রাজিল ২০২০ সালে পরিণত হয়েছে ১২তম অর্থনীতিতে। ছিটকে পড়েছে তালিকা থেকে। ২০২৬ সালের মধ্যে আর তালিকায় ঢোকার সম্ভাবনা নেই দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটির। আইএমএফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে ব্রাজিলের অর্থনীতি ৪.১ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। ২০২১ সালে তাদের ৩.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে, তবে তাও কিন্তু নির্ভর করছে দেশটির করোনা সংক্রমণের গতিবিধির উপর।

মূল্যায়ন: আর্থ সামাজিক সঙ্কটকে ঘিরে সমাজে আরও একটি ব্যাধি প্রকট হয়। সক্রিয় হয়ে ওঠে অপরাধের কালো দুনিয়া। অজান্তেই কখন যেনো পেটের খিদে টেনে নিয়ে যায় অপরাধের চোরা গলিতে। যেখান

থেকে আর ফেরা যায় না। করোনার থাবা এই সংকটের ক্ষেত্রেও বিশেষ কিছু আলাদা নয়। ভ্যাকসিনের একটা ডোজ ৭১ শতাংশ করোনা আক্রান্তের হাসপাতালে যাওয়া আটকে দিতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তাছাড়া দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেকবেশি মানুষ সংক্রমিত হয়েছে, মৃত্যুও হয়েছে লক্ষাধিক। তবুও কালো দুনিয়া ঘোঁচে না। দুর্নীতির আঁতুরঘর গড়ে ওঠে দিকে দিকে। ভ্যাকসিন নিয়েও যে কালোবাজারি চলছে, তা আমরা ভারত সহ অন্য অনেক দেশের ক্ষেত্রেও দেখেছি।

গত বছরের অভিজ্ঞতা শিখিয়েছে অতিমারির প্রকোপ বাড়লে সরকারি কড়াকড়িও বাড়ে। কাজেই কোভিড কতখানি মারাত্মক, সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা মাপছি লকডাউন হচ্ছে কিনা, সেটা দেখে। 'কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স' বিভাগের অধ্যাপক মার্টিন জেড বাজান্ট এবং জন ডব্লিউ এম বুশ -এর তৈরি করা গাইডলাইন টি প্রকাশিত হয়েছে পিএনএএস (PNAS) জার্নালে। তারা জানিয়েছেন, দূরত্ব বজায় রাখা নিয়ে যে বিধি তৈরি করা হয়েছে সেটা সব পরিস্থিতিতে যথেষ্ট কার্যকরী নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, ওই ছ'ফুট দূরত্বের বাবধ্যান মেনে চলা অনেক পরিবারের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, 'ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস' (UNHCR) - এর মুখপাত্র আন্দ্রেজ মাহেসিস বলেন, "কোভিড অতিমারিতে শরণার্থীরা খুবই বিপন্ন অবস্থায় রয়েছেন। একেতো এক জায়গায় এক গাদা লোকের কোনো মতে মাথা গুঁজে থাকা। তার উপর অপরিষ্কার বাসস্থান ও জলাভাব। ভয়ানক ভাবে সংক্রমন ছড়াচ্ছে এই সব জায়গায়। যেমন বাংলাদেশের কক্সবাজারের শিবিরগুলোতে গত দু'মাসে ব্যাপক কোভিড সংক্রমণ ঘটেছে। এবং এখানে কারোও টিকাকরণ হয়নি।" সংগঠনের আর এক কর্তার কথায়, "অতিমারি রুখতে টিকাকরণই একমাত্র পথ। ভাইরাস সীমান্ত বোঝে না। আমাদের সংহতি বোধেরও সীমান্ত না বোঝাই উচিত।"

আগের থেকে অনেকটা কম হলেও বিশ্বে এখনও বাড়ছে সংক্রমণ। টিকাকরণ চলছে, তা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতি। এর মধ্যে ব্রাজিল, ভারত ও ফ্রান্সের পরিস্থিতি সবচেয়ে জটিল। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেব অনুযায়ী, যত সংখ্যক মানুষ এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন, তা ইউক্রেনের কিয়েভ শহর, ভেনেজুয়েলার কারাকাস, পোর্তুগালের লিসবনের জনসংখ্যার সমান। শিকাগো শহরের জনসংখ্যা এর থেকে কম, ২৭ লক্ষ। ওদিকে ফিলাডেলফিয়া এবং ডালাস মিলিয়ে বাসিন্দা ৩০ লক্ষের কাছাকাছি। বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রাণহানির সংখ্যাটা আসলে অনেক বেশি। অতিমারির গোড়ার দিকের অনেক মৃত্যু নথিভুক্ত হয়নি। রাষ্ট্রগুলি মৃতের সংখ্যা কম দেখাতে গিয়ে অনেক মৃত্যু লুকিয়েছে বলেও অনুমান বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু কোভিড টিকা নিয়ে চলছে দূর্নীতি। কোভিশিল্ড, কোভ্যাকসিন, স্পুটনিক-ভি প্রভৃতি ভ্যাকসিন বাজারে আসার পরেও রাজনৈতিক তরজা থেকে চলছে কালোবাজারির অবাধ আনাগোনা। আর এরই মধ্যে মানব সমাজে করোনার তৃতীয় ঢেউ ক্রমশ দোরগোড়ায় ফুঁসছে। যা কিনা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত হু'র ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রস অ্যাডান্স গেব্রিয়েসাস বলেছেন, "অতিমারি সামলাতে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হচ্ছে বিশ্ব। ব্যর্থ আমরাও। ধনী দেশগুলো অল্পবয়সিদেরও টিকা দিয়ে দিচ্ছে। এদিকে গরিবদের ভাগে কিছু নেই।" তবে এও সত্যি, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের উপর কোভ্যাক্স প্রকল্প কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়েছে ভারত টিকা সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার পরে। হু'র শীর্ষ উপদেষ্টা ব্রুস এল ওয়ার্ড বলেন, "কোভ্যাক্স প্রকল্পে এ মাসে আমরা অ্যাস্ট্রাজেনেকার একটা ডোজও পাইনি। সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া একটা ডোজও দেয়নি। জনসন অ্যান্ড জনসন একটি ডোজও পাঠায়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি তাই শোচনীয়।"

ইতিমধ্যে বিশ্বের অন্তত ৯৬ টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার পরিবর্তিত অতিসংক্রমক রূপ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট। ইতিহাস বলে, ভেঙে পড়া অর্থনীতি যতবার সমাজের গায়ে আঁচড় বসিয়েছে, যতবার দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে মানুষের, ততবারই বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে সমাজে। আর এভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানুষ। এই ঘুরে বা উঠে দাঁড়ানো, এই সংকটে হতে হাত দিয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে চলাই তো সভ্যতা। বিশ্বের বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এসেছে আপৎকালীন এই সময়ে। মারণ ভাইরাস করোনা তামাম বিশ্বের বহু মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মত্ত এখনো। কিন্তু একদিন এ খেলার অবসান হবেই। তারপর থেকে শুরু নতুন লড়াই। মানুষের নতুন করে বাঁচার পরীক্ষা। বন্যার পর পড়ে থাকা পলি যেমন উন্নত ফসল ফলায়। তেমন করেই এই বিশ্ব একদিন দেখুক, সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে মনুষ্যত্বই জয়ী হচ্ছে। কারণ, মনুষ্যত্ব বড়ই শক্তিশালী যে।

তথ্যসূত্র:

১) https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
২) https://www.google.com/amp/s/www.indiatoday.in/amp/coronavirus-outbreak/story/third-wave-see-half-daily-cases-second-wave-govt-panel-1823623-2021-07-04
৩) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
৪) https://www.google.com/amp/s/www.anandabazar.com/amp/editorial/coronavirus-not-only-degrading-human-health-also-breaking-the-backbone-of-world-economy-1.1124973
৫) https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/bengali/news-52639550.amp
৬) https://www.google.com/amp/s/bangla.asianetnews.com/amp/india/coronavirus-impact-india-gdp-likely-to-contract-4-5-percent-in-fiscal-2020-21-says-govt-bss-qd1xo8
৭) https://eisamay.indiatimes.com/business/business-news/most-economies-not-to-recover-covid-effect-until-2022-says-moodys-report/amp_articleshow/81467310.cms
৮) https://www.google.com/amp/s/bengali.indianexpress.com/opinion/coronavirus-pandemic-will-lead-to-social-change-ajanta-sinha-205532/lite/
৯)https://www.google.com/amp/s/www.kalerkantho.com/amp/online/business/2021/01/27/999123
১০) https://www.bbc.com/bengali/news-57715219
১১)https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A7%80
১২) সমীক্ষা, ২৩/০৬/২০২১, "অশনি সংকেত" - সংযুক্তা সিংহ, আকাশবানী সংবাদ, কোলকাতা।